মন্ত্রকে অনাদর করে, সেই সকল মন্ত্র রক্ষার জন্য শ্রীকৃষ্ণের স্বরূপ জগতে যে স্বরূপশক্তি স্বরূপা শ্রীদুর্গা আছেন, তাঁহাকর্ত্তৃক নিযুক্তা হইয়া দাসীর মত সেবা করিয়া থাকেন, কিন্তু মায়াময়ী দুর্গা সাক্ষাৎ সেবা করিবার অধিষ্ঠাত্রী রূপা নহেন। পদ্মপুরাণে উত্তরখণ্ডে মায়াতীত বৈকুণ্ঠের আবরণ বর্ণনপ্রসঙ্গে যাহা উল্লেখ আছে, তাহাতে পাওয়া যায়—সত্য, অচ্যুত, অনন্ত, দুর্গা, বিষ্বক্‌সেন, গণেশ, শঙ্খনিধি ও পদ্মনিধি এইসকল লোক চতুর্থ আবরণ। সপ্তম আবরণে এই সকল দিকে এই সকল দিক্‌পালগণ যথাক্রমে অবস্থিত আছেন। পূর্ব্ব, অগ্নি, দক্ষিণ, নৈঋত, পশ্চিম, বায়ু, উত্তর ও ঈশান প্রভৃতি দিকে ইন্দ্র, অগ্নি, যম, নৈঋতি, বরুণ, বায়ু, সোম ও ঈশান প্রভৃতি দেবতাগণ আছেন। পরব্যোম বৈকুণ্ঠের সাধ্যগণ, মরুদ্‌গণ, বিশ্বেদেবগণ এবং অন্য যত দেবতা আছেন, তাঁহারা সকলেই অপ্রাকৃত নিত্য। এই প্রাকৃতজগতের স্বর্গে যে সকল দেবতা আছেন, তাঁহারা কিন্তু কেহই নিত্য নহেন। ব্রহ্মার এক দিনেই ইঁহাদের পরমায়ূ শেষ হইয়া যায়। যেহেতু শ্রুতিতেও উল্লেখ আছে যে—"তেহনাকং মহিমানঃ সচন্তঃ"। আরও একটু বুঝিবার বিষয় এই যে—যাঁহারা শ্রীভগবানের ধামে আছেন, তাঁহারা শ্রীভগবানের অংশভূত। ত্রৈলোক্যসম্মোহন তন্ত্রে অষ্টাদশাক্ষর মন্ত্রে ষড়ঙ্গদেবতাগণের নামভেদ কথন-প্রসঙ্গে উল্লেখ আছে যে—দেবদেব গোপবেশধারী সর্ব্বদেবগণের মধ্যে বিদ্যমান আছেন, কেবল রূপভেদে নামভেদ কল্পিত আছে। অর্থাৎ সাধারণ দেবতার মত নামভেদ আছে বলিয়া অনন্য ভক্তগণের ভয় করিবার কিছুই নাই। কিন্তু ভগবানের নিত্য বৈকুণ্ঠের সেবক বলিয়া বিষ্বক্‌সেনাদির মত তাঁহাদের সৎকারই করিতে হইবে। শ্রীমদ্ভাগবতে ১০।৮৪।৪ শ্লোকে শ্রীপ্রভাসতীর্থে মিলিত মুনিগণকে লক্ষ্য করিয়া শ্রীকৃষ্ণ বলিয়াছিলেন—"যাহার বাত, পিত্ত, শ্লেষ্মা—এই ত্রিধাতুময় কুৎসিৎ দেহে আত্মবুদ্ধি আছে, স্ত্রী-পুত্র প্রভৃতিতে নিজজনবুদ্ধি আছে, ভূমিবিকার সাধারণ প্রতিমাদিতে পূজ্যবুদ্ধি আছে, সাধারণ জলে তীর্থবুদ্ধি, কিন্তু কখনও ভগবৎতত্ত্বাভিজ্ঞজনের প্রতি পূজ্যবুদ্ধি নাই—এই সংসারে সেইজনই গরু এবং গাধা।" এইপ্রকার ভগবৎভক্তজনে আদরবুদ্ধিশূন্য মানুষের নিন্দা, বিশেষতঃ পদ্মপুরাণের উত্তর-খণ্ডের বচনে দেখা যায়—যাহারা শ্রীগোবিন্দকে অর্চ্চন করিয়া তাঁহার ভক্তগণের অর্চ্চন না করে, তাহার শ্রীকৃষ্ণার্চ্চন ব্যর্থ। এইপ্রকার শ্রীকৃষ্ণের অর্চ্চন করিয়াও যদি তাঁর ভক্তগণের অর্চ্চন না করে, তবে তাহার দোষ শ্রবণ-জন্য শ্রীকৃষ্ণের অর্চ্চনের সঙ্গে এই সকল দেবতাগণের অর্চ্চন করা অবশ্যকর্ত্তব্য। অতএব ভগবৎ-পীঠদেবতাগণকে লক্ষ্য করিয়া ১১।২৭।২৬ শ্লোকে উল্লেখ আছে